মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বিএনপির দুই নেত্রী

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোছা. রোমানা আহমেদ ও বিএনপি নেত্রী সাবিহা সুলতানা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন।

সড়ক দুর্ঘনায় আহতের বিষয়টি আড়াল করে একটি মহল ‘জামায়াতের হামলায় আহত’ বলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে নেটদুনিয়ায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ শুরু হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা শেষে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোছা. রোমানা আহমেদ ও বিএনপি নেত্রী সাবিহা সুলতানা। আমঝুপি ও চাঁদবিলের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছালে একটি কুকুরের সঙ্গে তাদের রিকশার ধাক্কা লাগে। এসময় রিকশাটি উল্টে যায়। এতে রোমানা আহমেদ ও সাবিহা সুলতানা আহত হন।

ঘটনার পর রোমানা আহমেদ এবং সাবিহা সুলতানার স্বামী শফিক সেন্টু তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দুর্ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে পোস্ট করেন। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোতেও ঘটনাটি একটি সাধারণ সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবেই প্রকাশিত হয়।

তবে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এই দুর্ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালায় হয়। ফেসবুকে দাবি করা হয়, ধানের শীষের প্রচারণা শেষে ফেরার পথে জামায়াত-শিবিরের হামলার শিকার হন রোমানা ও সাবিহা।

তবে আহত বিএনপি নেত্রী রোমানা আহমেদ বলছেন, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ঠিক হচ্ছে না।

জেলা জামায়াতের রাজনৈতীক সেক্রেটারি মো. রুহুল আমিন বলেন, এভাবে দুর্ঘটনার খবর জামায়তের ঘাড়ে চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাওয়া বিএনপির দেউয়ালিয়াত্ব প্রমাণ করে। এটা নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের সামিল। তিনি প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীদের প্রতি অনুরোধ জানান, দোষীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় হোক।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহত নেত্রীদের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে জামায়তের নেতারা ছুটে যান।

আহত রোমানা আহমেদ তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে জানান, যারা দুর্ঘটনা নিয়ে বিএনপির জামায়াতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন তারা ঠিক করছেন না।

সেখানে এ নেত্রী দুর্ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে জামায়াতের উপর দোষ চাপানো বন্ধ করার আহ্বান জানান।

দামুড়হুদায় বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর গণসংযোগ

দামুড়হুদা উপজেলা শহরের বিভিন্ন বাজারে ব্যাপক গণসংযোগ করেছেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। বুধবার সকাল থেকেই তিনি বাজার এলাকায় গণসংযোগে নামেন।

এ সময় তিনি ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী মানুষ ও সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দেশ রক্ষা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

এ ছাড়া তিনি বেলা ২টার দিকে জুড়ানপুর ও নতিপোতা ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ করেন। প্রথম গণসংযোগ শুরু করেন নতিপোতা ইউনিয়নের হোগলডাঙ্গা গ্রাম থেকে।

গণসংযোগকালে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, দেশ আজ চরম সংকটে রয়েছে। জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে হলে ধানের শীষের কোনো বিকল্প নেই। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে মানুষের ন্যায্য অধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

এ সময় উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক

রফিকুল হাসান তনুসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। নেতাকর্মীদের স্লোগানে বাজার এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে কুতুবপুরে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে বুধবার বিকেলে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস, ছাত্রনেতা রাসেল, বিজল, শাকিল, মাহিন, আশিক, স্বপন, মোমিন, নোমান, মনিব, সোহাগ, কানন, সোহান, জয়, দোয়েলসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

মুজিবনগরে দাড়িপাল্লার পক্ষে নারী প্রচারণায় বাধা, অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে দাড়িপাল্লার প্রার্থী তাজউদ্দীন খানের পক্ষে নারী ভোটারদের প্রচারণা কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে ১১ দলীয় জোটের মহিলা বিভাগের নেতৃবৃন্দ দাড়িপাল্লার পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে গেলে বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মী এতে বাধা দেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, যতারপুর গ্রামের মো. সাগর (পিতা: টগি বিশ্বাস), মো. সাব্দার (পিতা: পাঞ্জু বাঘ), মো. ইশাদুল (পিতা: ইয়াজউদ্দীন), মো. সাবু (পিতা: কছি হাজি), মো. কালু বিশ্বাস (পিতা: মাদার আলী বিশ্বাস)সহ আরও কয়েকজন নেতাকর্মী ব্যারিকেড দিয়ে প্রচারণাকারীদের আটকিয়ে রাখেন এবং গালিগালাজ করেন।

পরবর্তীতে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলে দীর্ঘ সময় পর একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছান। অভিযোগ রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও অভিযুক্তরা অশালীন আচরণ ও গালিগালাজ করতে থাকেন। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা খানজাহান আলী। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্ট করার এমন ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

দামুড়হুদায় বিএনপির উদ্যোগে ধানের শীষের প্রচারণায় মিছিল

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে ধানের শীষের ভোট প্রার্থনায় প্রচারণা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টার সময় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র আয়োজনে স্টার ক্লাব মোড় নামক স্থান থেকে এই মিছিল বের হয়ে ওয়ার্ডের সকল পাড়া মহল্লার অলি গলিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থনা করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মো রফিকুল হাসান তনু, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আশরাফ আলী, সাধারণ সম্পাদক দলু দফাদার এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মুনতাজ আলী, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহাফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল রহমান সবুজ, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম সহ অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতৃবৃন্দ।

মিছিলটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, সাবেক ইউপি সদস্য বিএনপি নেতা একরামুল হক।

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে দুটি ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে পৌরসভার ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, হিরক ও চঞ্চল, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে -ড. শফিকুর রহমান

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে। নারীদের প্রতি কেউ কুদৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না, তাকালে সেই চোখ উপড়ে ফেলা হবে বলে ঘোষনা দিয়েছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজির আলী হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় তিনি নারীদের অবর্ননীয় ত্যাগের বর্ণনা করে বলেন, মায়েদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সেই মায়েদের দিকে যারা খারাপ দৃষ্টিতে তাকাবে তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে।

বক্তব্যের শুরুতে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে

রেখে আমিরে জামায়াত শহীদ ওসমান হাদি’র ইনকিলাব মঞ্চ ও জামায়াতের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

এসময় তিনি বলেন, যারা বিগত আন্দোলনে স্বামী, স্ত্রী, সস্তান, বোন ও পিতাকে হারিয়েছেন আমি তাদের হয়ে আপনাদের সামনে দাড়িয়েছি। জবীনের ঝুকি নিয়ে চেষ্টা করেছি তাদের পাশে দাড়ানোর। কি অপরাধ ছিলো তাদের। তাদেরকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। অপরাধ একটাই অপশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা। এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে নির্মম আচরণ করা হয়েছে। আমরা সন্তান হারানোদের কাছে গিয়েছি। তাদের আহাজারি সহ্য করতে পারিনি। অনেকে আছেন যারা তাদের সন্তানদের এখনো কোনো খোঁজ পাননি।

এসময় তিনি বলেন, পকেট থেকে জোর করে টাকা নেওয়া হয়েছে, চাঁদাবাজি করা হয়েছে। সেই ফ্য্যাসিবাদ বাংলায় আবার ফিরে আসুক আপনারা কি তাই চান। আমাদের সন্তানরা যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আন্দোলন করেছেন। তাদের প্রতি সববেদনা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, এই জনপদে সবথেকে বেশি খুন হয়েছে। সোহানের মা বলেছিলেন, তোমরা আমার সন্তানকে মেরেছো ঠিক আছে কিন্তু তার চোখ দুটি কেন তুলে নিলে কি অপরাধ করেছিল আমার ছোট্ট সন্তান।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াত আয়োজিত ১১ দলীয় জোটের এ সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন।

এছাড়া সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন, ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ-২ আসনের জামায়াত জোট প্রার্থী মাওলানা আলী আজম মো. আবু বকর। বিশাল এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের জামায়াত প্রার্থী অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-৪ আসনের আবু তালিব ও ঝিনাইদহ-১ আসনের প্রার্থী এএসএম মতিউর রহমানসহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

জামায়াতের আমিরের জনসভা কেন্দ্র করে দুপুর থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা জনসভাস্থলে আসতে থাকে। বিকাল গড়ানোর আগেই কানায় কানায় ভরে ওঠে জনসভার মাঠ। পুরো ঝিনাইদহ শহর লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নেতাকর্মীদের বাস ট্রাকসহ থ্রী হুইলারে চরম যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ পথচারিরা।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক পথে ঝিনাইদহে এসে পৌছান জামায়াতের আমীর। এরপর সরাসরি সমাবেশস্থলে পৌছে মঞ্চে

ওঠেন। ৬ টা ৫৫ মিনিটে বক্তৃতা শুরু করেন আমিরে জামায়াত। মাত্র ২৩ মিনিটের বক্তব্যে আগামির বাংলাদেশ কেমন হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত রুপরেখা তুলে ধরে বলেন, মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতেকটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। মেডিকেল কলেজ করেই আমরা বসে থাকবো না। উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। সঠিক শিক্ষা ছাড়া ভালো জাতি গড়া সম্ভব না। আমরা ঘোষণা করেছি বেকার সমস্যার সমাধান করতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। চাঁদাবাজি দুর্নীতি বন্ধ করা হবে।

প্রিয় ঝিনাইদহবাসি পাশের জেলা যশোরে যান সেখানে মেডিকেল কলেজ আছে কিন্তু রাস্তার বেহাল দশা। সরকারের কি জনশক্তি নাই। তাহলে অবকাঠামো কেন উন্নয়ন হচ্ছে না। রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করা হয়েছে। আমরা কথা দিচ্ছি জামায়াত ইসলামী ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজ ও লুণ্ঠনকারীদের পেটে হাত দিয়ে সব সম্পদ বের করে আনা হবে, সে দেশে অথবা বিদেশে থাক। বেকারদেরর ভাতা দিয়ে আমরা অপমানিত করতে চাই না। বেকারদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

আমরা দুর্নীতিকে লালকার্ড দেখাতে চাই। দুর্নীতিবাজদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের লজ্জা করে না। দুর্নীতি ছেড়ে দাও নইলে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা কর। চাঁদাবাজির থেকে ভিক্ষা করা সম্মানের।

উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, এ জাতির সন্তানেরা যুগে যুগে রক্ত দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমরা তাদের সম্মান দিতে চাই। ২৪ এ বিপ্লব করেছে, ২৬শে আরেকটি বিপ্লব করতে হবে। আগামি ১২ তারিখে ব্যালট বিপ্লব করতে হবে। দেশের উন্নয়নে এ বিপ্লব করতে হবে।

বক্তৃতা শেষে তিনি জেলার চারটি সংসদীয় আসনের ১১ দলীয় জোটের দাড়িপাল্লার প্রার্থী ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা উপজেলা) এএসএম মতিউর রহমান, ঝিনাইদহ-২ (সদর ও হরিণাকুণ্ডু) আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলা) অধ্যাপক মতিয়ার রহমান এবং ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ উপজেলা ও সদরের ৪টি ইউনিয়ন) মাওলানা আবু তালিবকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের হাতে দাড়িপাল্লা তুলে দেন।

মেহেরপুরে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও মিছিল

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে ৫নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডে এ নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

পরে ৫নং ওয়ার্ডের পাথরগেট থেকে মিছিল বের হয়ে ওয়াবদা মোর পর্যন্ত যায়।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, হিরক ও চঞ্চল, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

চাঁদবাজদের পুনর্বাসন নয়, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবো

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজদের পুনর্বাসন নয়, বরং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তাদের চাঁদাবাজিতে জড়াতে না হয়।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াত মনোনীত ও ১১ দল সমর্থিত মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনের প্রার্থী নাজমুল হুদার সমর্থনে এই জনসভার আয়োজন করা হয়।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘মেহেরপুর ছোট জেলা, মাত্র তিনটি উপজেলা। মানুষ একে অপরকে চেনে। অথচ এই জেলাও চাঁদাবাজদের দখলে চলে গেছে। জনগণের রায়ে আমরা ক্ষমতায় এলে এই মানুষগুলোর দায়িত্ব আমরা নেব। তাদের কাজ দেব, যাতে চাঁদাবাজি করতে না হয়।’

নির্বাচন প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, ‘হ্যাঁ মানে আজাদি, না মানে গোলামি। আমাদের প্রথম ভোট হবে হ্যাঁ ভোট। সবাই হ্যাঁ ভোট নিশ্চিত করলে দেশ বিজয়ী হবে। ভোটের দিন কেন্দ্র পাহারা দিতে হবে। কেউ ভোট ডাকাতি করতে এলে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’ গত ৫৪ বছরের শাসকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘এই সময়ের মধ্যে দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয়নি। তরুণ সমাজ মাদক ও নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের জন্য আমাদের মায়া হয়। দায়িত্ব পেলে দেশকে ফুলের মতো সাজাবো, যাতে মানুষ দেশ নিয়ে গর্ব করতে পারে।’

চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির বিষয়ে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা চাঁদাবাজি করবো না, দুর্নীতি করবো না, দুর্নীতিকে প্রশ্রয়ও দেবো না। মানুষ ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কাকে ভোট দেবে।’

বেকার ভাতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা বেকার ভাতা দেবো না, রাষ্ট্রের টাকা থাকলেও না। ভাতা দিলে বেকারত্ব কমে না, বরং বাড়ে। আমরা ভাতা নয়, কাজ দেবো।’

তিনি আরও বলেন, তরুণদের শক্তিতেই দেশ এগিয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যেই যুব সমাজকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

জনসভা শেষে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান মেহেরপুরের দুইটি আসনের প্রার্থীদের হাতে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লা তুলে দেন এবং উপস্থিত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের কাছে ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সহযোগিতা কামনা করেন।

সমাবেশে মেহেরপুর জেলার জামায়াত ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের

উপস্থিতিতে সমাবেশ স্থল কানাই কানাই পূর্ণ হয়ে যায়। সমাবেশ মঞ্চে এনসিপির নেতৃবৃন্দসহ ১০ দলীয় জোটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সিপিবি প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমানের মুজিবনগরে গণসংযোগ

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহা. মিজানুর রহমান গতকাল রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, বিশ্বনাথপুর ও শিবপুর এলাকায় গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, তাদের খোঁজখবর নেন এবং এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও জনদুর্ভোগের কথা শোনেন।

এসময় তিনি সিপিবির রাজনৈতিক দর্শন, নীতি ও কর্মসূচি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন।

গণসংযোগে স্থানীয় সিপিবি নেতাকর্মী ও সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।